দৈনিক ইনকিলাব

25 AUG 2007

প্রয়োজন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবুল কাসেম শিখদার

ক্রীড়া আজকের বিশ্বে শিল্পে পরিণত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির অন্যতম সূচক হচ্ছে খেলাধুলা। সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রীড়া আজ সচেতন মানুষের কাছে যেমন গুরুত্ববহ ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ক্রীড়াকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। খেলাধুলা এক সময় ছিল শুধুমাত্র সুস্থ শরীর চর্চা ও বিনোদনের উপকরণ। সময়ের দাবীতে ক্রীড়া আজ অনুশীলনের স্তর, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পঠন-পাঠন তথা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ক্রীড়াকে সাফল্যের অন্যতম প্রতীকরূপে যেহেতু ভাবা হয়, সে কারণে এর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশই পরিকল্পিতভাবে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমসসহ বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান আজ পরিকল্পিত ভাবনা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও উৎকর্ষের ফসল। এক্ষেত্রে ক্রীড়া পরিকল্পনা, ক্রীড়া অনুশীলন, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া বিজ্ঞান, ক্রীড়া মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টারূপে চিহ্নিত করা হয়। ক্রীড়ার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ পেশাগত দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়। ফলে ক্রীড়া ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছে শৃঙ্খলা, সমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সূচী। ক্রীড়া শিক্ষাকে দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক কাঠামো। খেলোয়াড় তৈরির পাশাপাশি ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া ব্যবস্থাপক, ক্রীড়া পরিকল্পক, জাজেস, রেফারিং, আম্পায়ারিং এ সবকিছুই পঠন ও ব্যবহারিক শিক্ষণসূচী সমন্বিত। ক্রীড়াবিদের দক্ষতা, শৈলী, শারীরিক কাঠামো, পুষ্টি প্রক্রিয়া যেমন নিবিড় একটি পরিচর্যা, তেমনি এর তথ্য, তত্ত্ব, উপাত্ত ও কঠিন অনুশীলন এবং গবেষণাপ্রসূত ফলও একটি নিরন্তর পঠন অনুশীলন প্রক্রিয়া। ক্রীড়ায় উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে নতুন ধারণা, প্রযুক্তি জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাই গবেষণা ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ একটি প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান কার্যক্রম। ক্রীড়া প্রশিক্ষণে তাই নতুন প্রযুক্তি ও ধারণার উদ্ভাবনী ভাবনায় বিকাশ ঘটাতে সকল দেশই সতত সজাগ ও সচেতন।

উন্নত বিশ্বে ক্রীড়াকে তাই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় রূপান্তর করা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফেডারেশন দক্ষ খেলোয়াড় তৈরিতে ক্রীড়া প্রশিক্ষণকে নানা পরিকল্পনার ছকে বেঁধেছে। দীর্ঘমেয়াদি ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পাশাপাশি খেলোয়াড়কে একই বিষয়ে পাঠ অনুশীলন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা গেলে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে সহজেই পৌঁছতে পারবে। ক্রীড়াকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা হয় বলেই একই সাথে এর অনেকগুলো আনুষঙ্গিক উপযোগিতা যুক্ত হয়। স্পোর্টস ফিজিওলোজী, স্পোর্টস সাইকোলোজী, স্পোর্টস এ্যানথ্রো প্রোমেট্রি, স্পোর্টস সায়েন্স যেমন খেলোয়াড়ের ভাবনায় প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের সাফল্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একইভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আজ খেলোয়াড়ের প্রোফাইল তৈরী, পরিমাপ ও বিশ্লেষণকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এ প্রেক্ষাপটে খেলাধুলাকে বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে উন্নত দেশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনায় আনা হয়। বেইজিং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, চায়না, লিপজিগ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি জার্মানী, ইউনাইটেড স্টেটস স্পোর্টস একাডেমী- বিশ্বখ্যাত ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইতোমধ্যে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের কথা সবাই জানে। আমাদের দেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিকেএসপি। এ প্রতিষ্ঠানে খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া দলের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। সম্প্রতি বিকেএসপিতে ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়েছে। সেখানে ডিপ্লোমা ইন সায়েন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং (ডিটিএসপি), ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস সাইকোলোজী, ডিপ্লোমা ইন এক্সারসাইজ ফিজিওলোজী ও ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যাচেলর অব স্পোর্টস ডিগ্রী চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা বোর্ডের অধীনে, এসএসসি ও এইচএসসিতে খেলাধুলার বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে পাঠদান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলো ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী দিয়ে থাকে। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি মাস্টার্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) ডিগ্রী চালু করেছে। ফলে দেশে ক্রীড়া শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রীড়া শিক্ষার এই কাঠামোকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দেয়া প্রয়োজন। উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ব্যাপক জ্ঞান প্রযুক্তিসমন্বিত করে এর বিস্তৃতি ঘটানো দরকার। আর এ জন্যই প্রয়োজন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার জন্য যেমন পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস-এর জন্য দেশে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তাহলে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা ও দাবী অপ্রাসঙ্গিক নয়।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহজেই একটি ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা সম্ভব। অবকাঠামো, প্রযুক্তি সুবিধা, ক্রীড়া স্থাপনা, ক্রীড়া উপকরণ, প্রশিক্ষণ সূচীসহ প্রায় সকল সুবিধাই এখানে বিদ্যমান। শুধু আইন প্রণয়ন, জনবল তৈরী, যোগ্য ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটিতে গড়ে তোলা হতে পারে। দেশের সকল ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজকে এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ক্রীড়া ও শরীর চর্চা শিক্ষাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করা গেলে এদেশে ক্রীড়া শিক্ষা এবং খেলাধুলার মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় সে দেশের বড় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। যথাযথ চিন্তাভাবনা, দূরদর্শী দিকনির্দেশনা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশজুড়ে অনেক ক্রীড়া স্থাপনা, (স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমন্যাশিয়াম) তৈরী হয়েছে। এর যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। প্রয়োজন দক্ষ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষক, শিক্ষক, ক্রীড়া কর্মকর্তা। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের এ দাবী মেটাতে পারে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ রেখেছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি মহৎ উদ্যোগ হবে। সম্প্রতি বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত 'বিকেএসপির উন্নয়ন বাংলাদেশ ক্রীড়ার মান উন্নয়নে প্রস্তাবনা' শীর্ষক সেমিনার থেকেও এমন কথা উঠে এসেছে।

লেখক : প্রাক্তন প্রভাষক বিকেএসপি।